কালের কণ্ঠ

তারিখ ..03 DEC 2015...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

মেধার সুফল পাচ্ছে না রাষ্ট্র

শরীফুল আলম সুমন ▷

■ বিদেশে গিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ফেরেন না

■ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সময় দেন অনেক শিক্ষক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবীদের পেছনে অঢেল খরচ করেও সুফল পাচ্ছে না সরকার। কারণ দেশের চেয়ে বিদেশই বেশি পছন্দ তাদের। সরকারি বৃত্তি নিয়েই শিক্ষার্থীরা বিদেশে যায় উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য, পরে আর ফিরে আসে না। আবার শিক্ষকরা পিএইচডি বা আরো উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য সবেতনে বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যান। তাঁদেরও বেশির ভাগ ফিরে আসেন না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদ্য প্রকাশিত ৪১তম বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪ সালে শিক্ষার্থীপিছু ব্যয় ছিল ৯৭ হাজার ৪৪১ টাকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ৯৪ হাজার ৩২৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৪ হাজার ৮৯৭, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ ছয় হাজার ২৮৩ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৫ হাজার ৫৮২ টাকা। বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যয় আরো বেশি। খরচের প্রায় পুরোটাই বহন করেছে সরকার।

অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ২০১৪ সালে শিক্ষার্থীপ্রতি ব্যয় ছিল এক লাখ পাঁচ হাজার ৫৪৮ টাকা, আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লাখ ৩০ হাজার ৫৪৪, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এক লাখ ৪০ হাজার ৮৩ ও ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে এক লাখ ৬০ হাজার ৪১ টাকা। এ ব্যয় বহন করতে হয়েছে শিক্ষার্থীর পরিবারকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন মাত্র ৪৫ হাজার। ফলে শিক্ষার্থীদের তুমুল প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। বেশি মেধাবীরাই সেখানে ভর্তির সুযোগ পায়। অন্যদের ভরসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সর্বাধিক ভালো ফল করে তারা সুযোগ পায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচে পড়তে হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পুরো খরচ বহন করে সরকার। সেখানে শিক্ষার্থীরা মাসে ২৫ থেকে ১০০ টাকা বেতন দেয়, কিন্তু একজনকে গ্র্যাজুয়েট করতে সরকারের খরচ হয় তিন থেকে চার লাখ টাকা। অথচ সরকারের তথা রাষ্ট্রের টাকায় পড়ালেখা করে মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ পাড়ি জমায় বিদেশে।

ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবছর সদ্য স্নাতক সেরা শিক্ষার্থীরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করছে। তাদের বেশির ভাগ ফিরছে না। ফলে দেশ এই মেধাবী তরুণদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণার উৎকর্ষসাধন ব্যাহত হচ্ছে।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

মেধার সুফল পাচ্ছে না রাষ্ট্র

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অনেক শিক্ষাবিদ বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে তারা সবাই দরিদ্র নয়। তাদের অনেকের পরিবারের শিক্ষার পেছনে অনেক বেশি ব্যয় করার সক্ষমতা আছে। তাই এত ভর্তুকি না দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বাড়ানো উচিত।

ইউজিসিও তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশে বলেছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আয় বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। আয় বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থী বেতন ও আবাসিক হলের সিটভাড়া বৃদ্ধি। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। শিক্ষার্থী বেতন এবং আবাসিক হলের সিটভাড়া বৃদ্ধি একটি যৌক্তিক প্রস্তাব। এ প্রস্তাব গ্রহণে প্রয়োজন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আধুনিকতার এই যুগে উচ্চশিক্ষা অনেক ব্যয়বহুল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দশ বা আঠারো টাকায় পড়েছি, এ টাকায় আমার ছেলেও পড়েছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এ টাকায় পড়বে—তা তো হতে পারে না। কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট করতে হলে অর্থায়ন বাড়াতে হবে। অর্থ সরকার দিবে, পাশাপাশি কিছু অর্থ ছাত্রছাত্রীদেরও দিতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনেক শক্ত; হয়তো ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীর পরিবারের অবস্থা ভালো না। তাদের ক্ষেত্রে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

সরকারি ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) গত বছর শিক্ষক ছিলেন ১২ হাজার ৪৭ জন। কর্তব্যরত ছিলেন ৯ হাজার ৪৬৪ জন; বাকি এক হাজার ৬৪৫ জন ছিলেন শিক্ষাছুটিতে, ১৮৯ জন প্রেষণে, ৯৪ জন বিনা বেতনে ছুটিতে, ১৩ জন অননুমোদিত ছুটিতে এবং ৬৪২ জন ছিলেন অন্যান্য ছুটিতে। মোট শিক্ষকের ২১ শতাংশই কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি শিক্ষাছুটিতে যান। দুই হাজার ১৫৬ জন শিক্ষকের মধ্যে কর্তব্যরত ছিলেন এক হাজার ৫২৫ জন। বাকি ২৬৪ জন ছিলেন শিক্ষাছুটিতে, ২৭ জন প্রেষণে, অননুমোদিত বা বিনা বেতনে ছুটিতে ছিলেন ৩৪০ জন শিক্ষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার ২৪৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন ১৫৩ জন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাজার ১২৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন ১৪০ জন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ছুটিতে ছিলেন ১৪২ জন। যেসব শিক্ষক ছুটিতে আছেন তাঁদের বেশির ভাগই দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যাওয়া শিক্ষকরা প্রথমে যান শিক্ষাছুটিতে। এর পরও অনেকে থাকেন বিনা বেতনে বা অননুমোদিত ছুটিতে। তাঁদের বেশির ভাগই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ালেখা করেছেন। সরকারি সুবিধা নিয়েই বিদেশে পড়তে যান তাঁরা। অনেকেই দেশে ফিরে আসেন না। ফলে তাঁদের পেছনে রাষ্ট্র প্রচুর খরচ করেও সুফল পায় না।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট শিক্ষাছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়ে ফিরে না আসায় তিনজনকে চাকরিচ্যুত করেছে। তাঁরা হলেন উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সোহেলী খাদিজা আজাদ, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিনুর রহমান এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোস্তাইম বিল্লাহ। বারবার ফেরার চিঠি দেওয়া হলেও তাঁরা ফেরেননি।

ইউজিসির প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগও তোলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ ও পদোন্নতি পাওয়ায় গবেষণা ও প্রকাশনা নিষ্প্রভ। সাপ্তাহিক ক্লাস-ঘণ্টার ব্যাপারে নিয়ম থাকলেও মানা হয় না। ক্লাস নেওয়া ছাড়া গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা প্রভৃতি কাজের জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে কর্মস্থলে দিতে হবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান নেই। ফলে অনেক শিক্ষক বেশির ভাগ সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পরীক্ষার উত্তরপত্র বিলম্বে মূল্যায়নের অভিযোগও রয়েছে। কিছু শিক্ষক একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন। তাই শিক্ষকদের দায়িত্বের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে ইউজিসি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, 'একজন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ বানাতে পারিবারের চেয়ে রাষ্ট্র বেশি খরচ করছে। তাঁরা সমাজকে কতটুকু দিচ্ছেন তার হিসাব করা প্রয়োজন। সরকার তাঁদের মেধাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছে, সেটিও ভেবে দেখা দরকার। মেধাবীদের মধ্যে যারা বিদেশে চাকরি করছেন তাঁদের অনেকে দেশে কাজ করতে চান। কিন্তু তাঁদের যে পরিমাণ বেতন হওয়া দরকার সরকার সেটি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিভাবে মেধাবীদের ধরে রাখতে হবে সে চিন্তা করা দরকার।'